www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

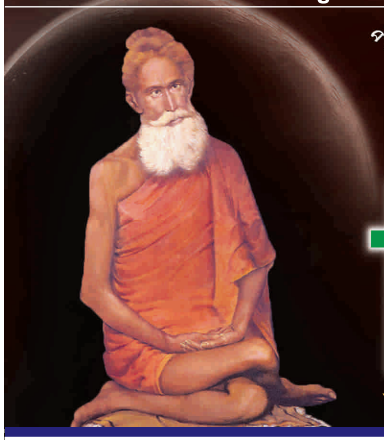

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

ত্রিংশোতি বর্ষ / Vol. - 30, Issue No. - 2 | দ্বিতীয় সংখ্যা, ১০ মার্চ, ২০২৪ / March 10, 2024 | ২৬শে ফাল্গুণ, সনঃ ১৪৩০

''জানবি গুরু তোর সব দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন, এই কথার অর্থ বুঝিস না! তাই এতো দুঃশ্চিন্তায় ভুগিস। তাঁর চিন্তা কর, তার করুণা, কৃপা স্মরণ মনন কর দেখবি কেমনভাবে সব ঝড়-ঝঞ্ঝা কেটে যাবে।''

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

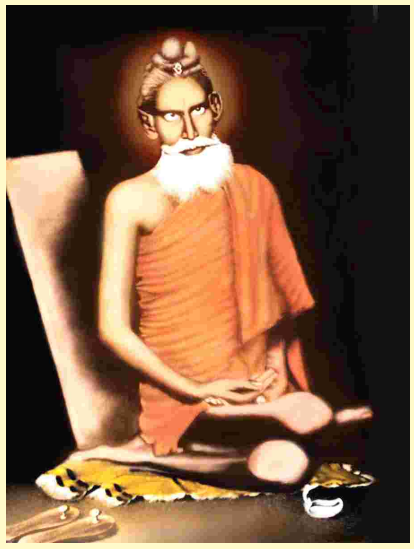

''তাপই তাহার পরীক্ষা স্থল। যখন তোমার কিছুতেই তাপ লাগবে না, সুখ বা দুঃখে, মানে বা অপমানে, শীতে বা গ্রীষ্মে, একই অবস্থায় থাকিবে তখনই বুঝিবে তুমি 'মুক্ত' হইয়াছ।''

—লোকনাথ ব্রহ্মচারী

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মিশন প্রাঙ্গনে সিদ্ধিনাথের বিশেষ পূজা।

দ্রষ্টার অনুভূতি

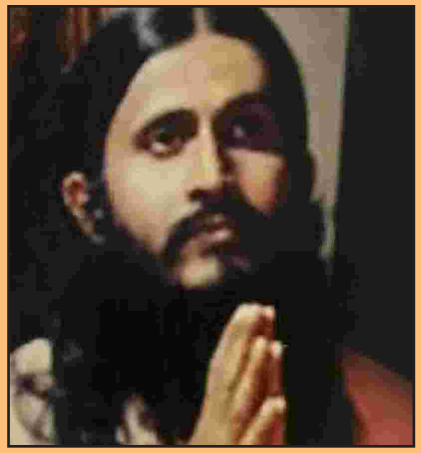

''ইহ জীবনে, সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, কোনো সাংসারিক বস্তু বা ব্যক্তি নয়। যেহেতু সব পরিবর্তনশীল। ধন্য তাঁর জীবন যে সেই নিত্য বস্তুকে লাভ করার জন্য মরিয়া হয়ে খোঁজে তেমন কোনো মানুষের শরীর যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেই মানুষটাই পারে আর একটা মানুষকে ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়ে দিতে। অন্য কেউ নয়। তাকে শাস্ত্র গুরু আখ্যা দিয়েছে। মনুষ্য শরীরে গুরুকে যে চিন্তে পারে, সেই শিষ্য হবার যোগ্য।''

—শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী (বোধি)

পুস্তকের পথ

মানুষের এক অমূল্য ভালোবাসার জিনিস হলো বই, নানারকম বই এর খোঁজে মানুষ প্রতি বছর পৌঁছে যায় কলকাতার বই মেলাতে। প্রতি বছর এর মত এই বছরেও বই এর স্টল দেওয়া হয়েছিল আমাদের লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন এর তরফ থেকে। বোধি শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের লেখা বাবা লোকনাথের জীবনী, এবং একটি মানুষের জীবনে চলার পথে পাথেয় স্বরূপ ব্রহ্মচারী মহারাজে লেখা অসংখ্য বই ও ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল স্টলটি। সেখানে এলেন নানা মানসিকতার মানুষজন, কেউ বাবাকে জানতে চান, কেউ বাবাকে চিনতে চান, কেউ নিজের জীবনে বাবার অনুভূতি পেয়েছেন, আবার কেউ বাবাকে নিজের পরিবারের এক সদস্য মনে করেন, কেউ বা পথ হারিয়ে বাবার দর্শন পেয়েছেন, আরো অনেক রকমের মানুষজন, এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলাম, আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলা-তে প্রায় ১০০০ বেশি স্টল থাকে, সেখানে বাবা লোকনাথের স্টল খুঁজছেন অথচ খুঁজে পাচ্ছেন না, হঠাৎ করে কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, সাক্ষাৎ করলেন এবং নিয়ে গেলেন বাবার লেখা সব অমৃত বাণী,

—এরপর দুই-এর পাতা

ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি শিবরাত্রি তে নাকি বাবা ভোলা মহেশ্বর আর মাতা পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু এই দিন যে মহৎ তপস্যারও দিন তা ঠিক আমার ঈশ্বরতুল্য শ্রীগুরু না বললে জানতে পারতাম না।

এই বছরে পঞ্জিকা অনুযায়ী ৮ মার্চ মহাশিবরাত্রি পালিত হয়ে। আমাদের মিশনের নিয়ম অনুসারে খুলে দেওয়া হয় আশ্রমের দ্বার সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে, ৮ মার্চ রাত ১০টা অব্দি। আবারও খুলে দেওয়া হয়েছিল ৯ মার্চ, সকাল ৯টা থেকে। এই সময় অনেক ভক্তরা এসে বাবা সিদ্ধিনাথ কে পূজা করেন, বাবা সিদ্ধিনাথ আমাদের আশ্রমে প্রবেশ করতেই সবার আগে নিজের ছেলে মেয়েদের আগলে কোলে তুলে নেন, তারই মাথায় পঞ্চামৃত অর্পণ করে যাচ্ছিলেন সবাই। কি অপূর্ব এই দৃশ্য।

৮ মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হলো আশ্রমের দ্বার রাত ১০টা নাগাদ। যে সকল ভক্তরা সারা রাত আশ্রমে থেকে বাবা সিদ্ধিনাথের সেবায় থাকতে চেয়েছিলেন তারাই মন্দিরে সারা রাত কাটিয়েছিলেন, আর যারা দুর থেকে বাবাকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন তারা ফিরে গেছিলেন যে যার গন্তব্য স্থলে।

প্রতিটা প্রহরে মেতে উঠেছিল মন্দির এর প্রাঙ্গণ বাবার নামে-গানে,ভজনে। সেজে উঠছিলেন বাবা নানা রকমের সুবাশিত পুষ্পে।

সেই রাতের ঘটা এক অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ আর তার অপরূপ অভিজ্ঞতার কথা বলি যা শুধু কথা তেই শুনে এসেছি এতদিন। আমরা মেতে ছিলাম বাবার নামে, রাত তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। আমি বাবাকে পরবর্তী প্রহরের জন্য পরিষ্কার করছিলাম, পরবর্তী প্রহরের পূজার জন্য। বাবাকে পরিষ্কার করে গেছিলাম হাত ধুতে, তখনই শুনতে পাই সকল ভক্তদের ভাবে ভরা চিৎকার যেই অশ্রুসিক্ত নয়ন গুলি বলে উঠছিল, "বাবা এসেছেন আমাদের মধ্যে, বাবা যে এখানেই আছেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাদের"। আমি ছুটে গিয়ে দেখি বাবা সিদ্ধিনাথ এর ত্রিশূল এক ঘড়ির দোলকের চেও তীব্র গতিতে দুলছিল, আমরা হতবাক চিত্তে প্রায়১৫ মিনিটের কাছাকাছি এই ঐশ্বরিক কাণ্ডের সাক্ষী হয়েছিলাম। কেউ অশ্রুপাত করছিল, কেউ বা অবাক হয়ে নিশ্চুপ ছিল, কিন্তু আমরা সবাই জানতাম যে বাবা দাড়িয়ে আছেন সম্মুখে তাকে প্রণাম না করলে যে এই জীবন বৃথা হয়ে যাবে, তাই কেউ কাউকে না বলাতেও সবাই একসাথে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম বাবা সিদ্ধিনাথকে। সেই ত্রিশূল ওই তীব্র গতিতে দোলা, আমৃত্যু মনে থাকবে আমাদের। বাবাকে কি কেউ কোনোদিন ভুলতে পারে নাকি! দ্রষ্টা যা দেখান তাই যে আমরা দেখতে পাই।

এইভাবেই কেটে গেলো আমাদের শিবরাত্রির প্রথম রাত। পরের দিন সকাল ৯টা থেকে খুলে দেওয়া হলো মন্দিরের দ্বার। আনন্দে মেতে উঠলাম সবাই। জল অর্পণ করলেন সবাই বাবা সিদ্ধিনাথ কে। শিবসহস্রনামে অভিষেক ও বিশেষ পূজার পর অপরুপ রাজবেশে সেজে উঠলেন বাবাসিদ্ধিনাথ, শিবরাত্রির শেষ লগ্নে যা দেখলে নয়ন দুটি জুড়িয়ে যায়। সকালের আরতি থেকে সন্ধ্যার যজ্ঞ অবধি রম-রমিয়ে মেতে উঠলেন বাবা সিদ্ধিনাথ তার ভক্তদের নিয়ে। শিক্ষা, নাম, তপস্যা, ঐশ্বরিক অনুভূতি,অনেক প্রশ্ন উত্তর উঠলো মনের জগতে। সাথে আরো অনেক কিছুর সাক্ষী হয়ে রয়ে গেলো আমাদের মন।

সমাপ্তির পূর্বে একটা কথা বলি, আমার শ্রীগুরুর কাছ থেকে আমি অনেক দিব্য বাক্য উপদেশ পেয়েছি তার মধ্যে একটি বাক্য মনে করবো এই মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে। প্রতিদিনই মহা শিবরাত্রি পালন করতে পারবো যদি আমরা মনে রাখি, ''**শিব জ্ঞানে জীব সেবা করতে**''।

ওঁ নমঃ পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। জয় গুরু। জয় বাবা লোকনাথ।

—দেবা

সম্পাদকীয়

বোধি শুদ্ধানন্দের সন্ন্যাস সত্ত্বা

বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্ট চালাচ্ছি প্রত্যেক সম্পাদকীয়তে। এবার তাঁর সন্ন্যাসী সত্ত্বাটিকে তুলে ধরব। আমরা সবাই জানি ১৯৭৬ সালের ১১ই জুলাই, গুরুপূর্ণিমার শুভলগ্নে, খুব ভোরবেলা, মা,বাবাকে প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করেন তিনি, চলে আসেন মল্লিকপুরে তাঁর গুরুর আশ্রমে। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত হল, পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তিত হল, ব্রহ্মচারী হলেন তিনি। এরপর আশ্রম জীবনে গুরুর আদেশ পালন করেছেন সর্বতোভাবে, নিজের শারীরিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে, ত্যাগ করেছেন বিলাসের যাবতীয় উপকরণ, যে কোন সন্ন্যাসীর জীবনেই এই ত্যাগ একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু বোধি শুদ্ধানন্দ অনন্যসাধারণ এই কারণে যে প্রচলিত ধারণার সন্ন্যাস তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না। সংসার না সন্ন্যাস-কোন অবস্থা বেশী তাপদায়ক, অর্থাৎ কষ্টকর, এ প্রসঙ্গে একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে তিনি আমায় বলেছিলেন, "দেখ, সংসার বা সন্ন্যাস- সব কিন্তু একটা জায়গায় এসে মিলতে হবে, সেটা হচ্ছে মন! তুমি সন্ন্যাসী হতে পারো, কিন্তু মনে যদি তুমি সংসারী হও? তুমি সংসারী হতে পারো, কিন্তু মনে যদি তুমি সন্ন্যাসী হও? কোনটাকে মানবে তুমি? ভেকটাকে মানবে? সমাজের দেওয়া স্বীকৃতিকে মানবে নাকি, তোমার মনের যে অবস্থা সেটাকে মানবে? সন্ন্যাসী মানে সে, যে সমস্ত সৃষ্টিকে স্বীকার করে নিয়েছে। তার মধ্যে rejection বলে কিছু নেই, acceptance is totality there সন্ন্যাসের মধ্যে ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছা নেই।"

বাবা লোকনাথের মধ্যে ঠিক এমন অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বারদীর আশ্রমে সামান্য পিঁপড়ে থেকে, সমাজের ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত সবার সমান আদর ছিল, কারণ সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, বাইরের কোন ভেকের আর প্রয়োজন ছিলনা তাঁর কাছে। সমস্ত চাওয়া, পাওয়া, ইচ্ছে, অনিচ্ছে, ভালো লাগা, মন্দ লাগা- সব পেরিয়ে এক সীমাহীন আনন্দ রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাবা লোকনাথ, এই অবস্থায় সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেছেন তিনি। সন্ন্যাস সম্পর্কে এই একই মত বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজের। পরবর্তী সম্পাদকীয়তে এ নিয়ে আরও একটু আলোচনার অবকাশ রইলো।

—প্রথম পাতার পর

পুস্তকের পথ

বলে গেলেন তার খুঁজে পাওয়ার অভিজ্ঞতা। তাদের কথা শুনে মনে পড়ে যায় বোধি বাবার লেখা 'শিবকল্প মহাযোগী' গ্রন্থে বাবা লোকনাথের বিদেহী লীলা।

আমি সুযোগ পেলেই সব ছেড়ে চলে যেতাম বই মেলার মিশনের দোকানে। তার মাঝেই একদিন আমি এবং আমার এক গুরু ভাই, বাবার মন্দিরের ঠিকানা এবং যোগাযোগের সব খুঁটিনাটি লেখা লিফলেট বিলিয়ে দিচ্ছিলাম বইমেলায় ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ একজন দাদা তার পরিবার নিয়ে আমার পাশ দিয়ে কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের দিকে আমার চোখ যেতেই আমি তার হাত দোকান লিফলেট ধরিয়ে দিই। উনি লিফলেটটা হাতে নিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন "এই দোকান টাইতো আমি খুঁজছিলাম, আপনি কিকরে বুঝলেন?" আমি তার দিকে তাকিয়ে শুধুই বললাম, "বাবা চেয়েছেন তাই," আমি তো না বুঝেই আপনাকে এই কাগজ দিয়েছি। উনি কথাটা শুনে একটি হাসি দিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে এগিয়ে যান দোকান এর দিকে। যেনো তিনি তার গন্তব্যস্থল ফেরত পেলেন। তাকে দেখে তার কথা শুনে যেনো আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেছিল। ভক্তের প্রতি বাবা লোকনাথের যে দয়া তা অনুভব করলাম।

এমন ভক্তদের আনাগোনা প্রতি বছর লেগেই থাকে আমাদের মিশন এর স্টলে। এইভাবেই কেটে গেলো বইমেলার দিনগুলো।

ভক্তদের জীবনে ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনা শোনার যেনো অন্ত থাকেনা সেই জনজোয়ারের মাঝে। জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে বাবা আছেন। কেউ না কেউ যেনো এসে বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, সব বিপদের মধ্যে দিয়ে বাবা কোলে তুলে নেয় আমাদের। কেউ না কেউ যেনো এসে বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে স্বয়ং বাবা লোকনাথ বাস করেন আমাদের-ই মাঝে, চোখে অদৃশ্য হলেও অনুভূতিতে তিনি দৃশ্যমান।

জয় গুরু। জয় বাবা লোকনাথ।

—দেবা

মিশন সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি, বাংলায় ৬ই ফাল্গুন এক অপূর্ব সুন্দর দিনের সাক্ষী রইলাম আমার বোধির কৃপায়।

এই একটা দিন সার্থক করবার জন্য উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁশতলির নিমাই বিশ্বাস ও তার পরিবার কয়েক বছর ধরে এর পিছনে নিজেদের অহোরাত্র আলোচনা, সময়, কায়িক পরিশ্রম ও ভাবনার ঢেউ এ বয়ে গেছে তার কোনো ঠিক নেই।

বাঁশতলির কর্মযজ্ঞে মিশনের বহু বছরের গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে প্রথম নির্মিত হয় একটি পাকা স্কুল building যেখানে আড়াই/তিন বছর থেকে অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়ানো শুরু হয়, ছেলে মেয়েরা সকলেই স্থানীয় স্কুলে পড়ে কিন্তু ওদের টিউশন দেবার বা সাহায্য করার কেউ ছিলনা, এই স্কুলে সুযোগ্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর মাধ্যমে kinder garten level থেকে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা এর ই মধ্যে সব জায়গায় নিজেদের উপযুক্ত প্রমাণ করে আসছে। মিশন স্কুলে পাঠরত ছেলেমেয়েরা তাদের সরকারি স্কুলে প্রথম থেকে দশ এর মধ্যে rank লাভ করতে শুরু করেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই মিশনের অনুরাগী ভক্তদের দানে শুরু হচ্ছে কম্পিউটার এর শিক্ষা কেন্দ্র। তার আয়োজন শেষের দিকে।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, প্রতিষ্ঠিত হলো বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির। বোধি বাবা মানুষের হৃদয়ে মন্দির গড়াকেই তাঁর গ্রামীণ কর্মযজ্ঞের মূল মন্ত্র করেই মিশন পরিচালনা করে এসেছেন, উনি বলেন ওদের ভেতরটা ঠিক ঠিক তৈরি করাই মিশনের কাজ। ওরা তৈরি হলে ওরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে গ্রামে গ্রামে। ঠিক তাই হয়েছে। গোসাবা বাবা লোকনাথের মন্দিরে বহু মানুষ এখন বাবা কে দর্শন করতে আসেন। বাকি ছিল বাঁশতলা সেখানে নিমাই বিশ্বাস এবং তার পরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক সহযোগিতা এবং সেই সঙ্গে গ্রামের দীন দরিদ্র মানুষ যৎসামান্য আর্থিক দান সংগ্রহ করে মিশনের কিছু ভক্তের ক্ষুদ্র আর্থিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠে বাবা লোকনাথের এক অপরূপ মন্দির, স্থানীয় মানুষদের কথায় এমন মন্দির আসে পাশে কোথাও চোখে পড়ে না ।

এমন কি, যে মানুষ বোধি বাবার পরিচালনায় নর নারায়ণ সেবার প্রসাদ রোজ গ্রহণ করে, যার কোনো অর্থ নেই, ভিক্ষা যার উপায়, সেও স্বেচ্ছায় এবং আনন্দ সহকারে নিজের উপায় করা অর্থ দান করেছে এই মন্দির গড়বার জন্য।

গত দেড় মাস এর অক্লান্ত পরিশ্রম এর ফসল ওই একটি দিন। সার্থক হলো সকল পরিশ্রম বাবা লোকনাথ ও বোধির কৃপায়। বাবা লোকনাথ কে মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্রম থেকে বোধি বাবা পুরোহিত চয়ন আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন।

দুরাত না ঘুমিয়ে, আগের দিন রাত জেগে শুরু হয় বাবার ভোগ এর ব্যবস্থা। এই ভোগ এর ব্যবস্থা হয় গ্রামের প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে নেওয়া মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে। দুদিন আগে থেকেই মন্দির সাজানো হয়, এবং সকাল থেকে পুরোহিত চয়ন আচার্য ঘট স্থাপন করে মন্দিরে পূজা শুরু করেন একই সঙ্গে শুরু হয় মন্দির প্রদক্ষিণ, নগর পরিক্রমা। বোধি বাবার ছবি ও লোকনাথ বাবার মূর্তি মাথায় নিয়ে এক ঘণ্টার ওপরে বহু মানুষের এক সাথে নগর পরিক্রমা করেন। পিছনে ফিরলে মানুষের ঢল কত বড় বোঝার উপায় ছিলনা।

মন্দিরের পূজা শেষ হতেই যজ্ঞ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনহয়। মাঝে মাঝেই বাবা লোকনাথ ও বোধি বাবার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকে।

এরই মধ্যে ভোগ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সব ভক্তদের খিচুড়ি ও পায়েস প্রসাদ বসিয়ে, যত্ন করে, পেট ভরে খাওয়ানো হয়। অন্য দিকে স্টেজে বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের নৃত্য, গীত, যোগ ব্যায়াম, ক্যারাটে প্রদর্শন। সেই সঙ্গে বিদেশে পরিভ্রমণরত বোধি বাবা রেকর্ডের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের কথা, সকল গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে। বললেন বাবা লোকনাথের ভক্তবৎসল মহিমা। বললেন, অর্থ নয়, চাই প্রকৃত মানুষ যারা একে ওপর কে ভালোবেসে এক পরিবারের মতন গ্রাম কে গড়ে তুলবে এক বিরাট যৌথ পরিবার রূপে। সেটাই হবে তাদের বাবা লোকনাথের চরণে প্রকৃত পুষ্পাঞ্জলি।

যা দেখে অভিভূত হয়েছি তা হল এত হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশ অথচ নেই কোনো রকমের বিশৃংখল পরিবেশ । বাবার আশীর্বাদ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা ফেরার জন্য রওনা দিলাম বিকেলে। শুনলাম রাত অবধি ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেছে। নিমাই বিশ্বাসের পরিবার শুধু নিজের স্ত্রী, ছেলে ও পুত্র বধূ নিয়ে নয়, সমগ্র গ্রাম বাসি, ইস্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী এবং আমরাও তার মধ্যে এক এক জন। এমনই মানুষ নিমাই বিশ্বাস, বোধি বাবার নাম প্রতি মুহূর্তে যে জিহ্বায়, বাবা লোকনাথ এর জয়োধ্বনিতে যে সদা আনন্দময়।

—মৃন্ময়ী সরকার

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and
Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**